ধর্মের কল নড়ে উঠছে

॥ মহিউদ্দিন মাসউদ ॥

সেই যে পে-স্কেলের মূলা ঝুলিয়ে গোটা বৎসর ধরে বাজার দরের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দায়হীনভাবে নাকে তেল দিয়ে সরকারী মহল সুখনিদ্রায় গেলেন, তখন জ্বালানীমন্ত্রী জ্বালানী তেলের দাম আর একদফা বাড়িয়ে দিয়ে সারা দেশেই আগুন ধরিয়ে দিলেন সাধারণ মানুষের প্রতিদিনকার জীবনযাত্রায়। তখন অর্থমন্ত্রী আর বসে থাকবেন কেন? তিনি এগিয়ে এলেন কালোপতিদের সাদাপতি করবার তার পবিত্র দায়িত্ব পালনে। আর বাজেট মানেই আর একদফা বাজার দরের উর্দ্ধ লাফ। ফলে ভোগান্তিটা সেই সাধারণ মানুষেরই, তাদের পিঠ এখন দেয়ালে ঠেকে আছে। তারা অসহায়। কালো-সাদাপতিরাই আগামীতে আমাদের সামাজিক প্রভু হবে। যদিও এবারই এই প্রক্রিয়া নতুন নয়, যে বিরোধীদল নেত্রী বর্তমান বাজেটকে জাতি ধ্বংসের নীল নক্সা বলে চিহ্নিত করেছেন, তারাও কালোপতিদের রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার সকল ব্যবস্থাই করেছিলেন। অর্থমন্ত্রী তার বাজেটে বর্তমান কালোপতিদের জন্যই ব্যবস্থা রাখেননি, ভবিষ্যতের জন্যও রাস্তা খোলা রেখেছেন। উন্নয়ন বাজেটের যে বিশাল অঙ্ক তা যে তার দলীয় নেতাকর্মী আর দুর্নীতিবাজ আমলা কর্মচারীদের জন্যই রাখা হয়েছে, তা তিনি নিজেও বহুবার স্বীকার করেছেন। বিভিন্ন সময় তিনি নিজেও বলেছেন তার উন্নয়নের যোগান দেয়া অর্থের আশি শতাংশই এখন লুট হয়ে যায়। কে না জানে দেশময় এখন উন্নয়ন ঠিকাদারী কাদের হাতে। তা যে তার দলীয় নেতাকর্মীরাই পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রেখেছে একেবারে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত। আর তারাই যে আগামী জাতীয় নির্বাচন নিয়ন্ত্রণ করবে তাতে আর সন্দেহ কি?

এমনি ভয়াবহ অবস্থা কোনও সুসভ্য জাতির পক্ষে আদৌ কল্পনা করাও কঠিন। সরকার দুর্বৃত্তদের পালনের পরিপূর্ণ দায়িত্ব নিচ্ছে আর সাধারণ মানুষ বয়ে চলেছে কর আর দেনার বোঝা। জাতীয় বাজেটের এখন তের শতাংশই যাবে শুধু সুদ পরিশোধে। বিনিময়ে দেশের মানুষ পাবে মানবেতর জীবন যাপন। বেড়ে উঠবে হাজার হাজার কোটিপতির বিশাল ব্যবসায়ীক সাম্রাজ্য। আর তারা এক এক করে ডেকে আনবে বিনিয়োগের নামে বহুজাতিক বেনিয়া কোম্পানিদেরকে। তাদের হাতে তুলে দেবে একটি একটি করে দেশের সম্পদ-সম্ভ্রম, তারাই নিয়ন্ত্রণ করবে দেশের রাজনীতি-অর্থনীতি। তাদের হাতে জ্বলবে মাগুরছড়া-টেংড়াটিলা। ক্ষতিগ্রস্থ হবে লক্ষ লক্ষ মানুষ-পরিবেশ-সম্পদ। বেনিয়া নাইকোকে তখন খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিংবা তার বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হবে না অথবা বছরের পর বছর পার করেও ক্ষতিগ্রস্থদের ক্ষতির পরিমানটিই নির্ধারিত হবে না। অথচ তাদের দেয়া কোটি টাকার গাড়ি এবং আরো অনেক কিছু এসে দাঁড়াবে ওপর মহলে। তাকে যায়েজ করতে আইনমন্ত্রী হয়তো বলে দেবেন, ওটা ব্যবহারে আইনগত বাধা নেই।

থাকবে কেন? নাইকো বেনিয়াদের সাথে জোট সরকারের কি সম্পর্ক হবে তাতে দেশের মানুষের কিছু যায় আসে না। নয়তো আসামীর কাছ থেকে কোটি টাকার গাড়ি নেয়ার আর কি যুক্তি থাকতে পারে। সংস্থার চেয়ারম্যান সাহেবের নানা মিডিয়ার সামনে দেয়া বক্তব্যে একজন অতি সাধারণ মানুষও বুঝতে পারেন দেশ বিক্রি করার কৌশল পত্রে বাপেক্স নামের সংস্থাটি কিভাবে অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে চলেছে ও চলছে। হয়তো তাদের আন্তঃমন্ত্রণালয়ের প্রেমের মধুবন বিহার অব্যাহতই থাকতো, যদি না মিডিয়া প্রাণপণ যুদ্ধে নামতো।

দেশপ্রেমিক মিডিয়া প্রাণপণ যুদ্ধে আর একটি জয় ছিনিয়ে এনে উপহার দিয়েছে আজকের প্রায় স্পন্দনহীন বাঙালি জাতিকে। পদত্যাগ করেছেন জ্বালানীমন্ত্রী অর্থাৎ তিনি বাধ্য হয়েছেন। জোট সরকারের হাতে তাকে পদত্যাগ করানো ছাড়া আর মুখ গোঁজার জায়গা কই। কারণ বাজারদর, বিশ্ববিদ্যালয় দখল, র‍্যাবের সাথে পাল্লা দিয়ে সন্ত্রাস আর ডাকাতির উত্থান, বিদিশা নাটক দিয়ে ব্যর্থতা ঢাকার প্রচেষ্টার মুখে এমনি ভাবে 'ধর্মের কল' নড়ে উঠবে, তা উপর মহলের চিন্তার বাইরে যে ছিলো, এই পদত্যাগই তার প্রমাণ।

অবশ্যই মানতে হবে এটি একটি আকণ্ঠ অনৈতিকতায় নিমজ্জিত সরকারের হাতে রাষ্ট্র ব্যবস্থায় দেশের মানুষের বড় বিজয়। আর সেই বিজয় এসেছে একদল সৎ মিডিয়া সৈনিকের দেশপ্রেমিক সাংবাদিকতায়। কিন্তু তাদের জন্য বিজয় মিছিল তো দূরের কথা একটি ধন্যবাদ বাক্যও কোথাও উচ্চারিত হয়েছে বলে মনে হয় না। ক্রিকেটের বিজয়ে আমরা রাত দুপুরে খোলা রাজপথে নেমে এসেছি উৎসবের আনন্দে, কিন্তু নাইকো কিংবা সুমোটোর কাছ থেকে যুদ্ধ করে লড়াই করে যখন জাতীয় স্বার্থের বিজয় ছিনিয়ে আনে কোনও আইনজীবী অথবা সাংবাদিক তখন আমরা বিজয় মিছিলও করি না কিংবা ছোট্ট একটি গোলাপ ফুল তাদের হাতে তুলে দিতে পারি না। কারণ নৈতিকতার দেউলিয়াত্বে আমরা প্রত্যেকেই অবস্থান করছি অনেক গভীর খাদে। তাইতো এখন মাত্র দুইটি রাজনৈতিক ধারার বাইরে গিয়ে দেশের স্বার্থের চিন্তা করছে দেশের আপামর জনগণ।

তারপরও এই বিজয়ই এই মুহূর্তে আবেগপ্রবণ বাঙালির জীবনে কতখানি ধারাবাহিকতা অক্ষুন্ন রাখবে। মিডিয়া যুদ্ধে পদত্যাগে বাধ্য হলেন অপ্রতিরোধ্য সেই মন্ত্রী যিনি উপরে ওঠার সিড়ি ভাঙ্গতে সার্বিক কলা-কৌশল ব্যবহার করতে কার্পণ্য করেননি, তার পরবর্তী টার্গেট কোথায়? কি পদক্ষেপই বা নিতে যাচ্ছে সরকার এমন একটি হীন চক্রের বিরুদ্ধে যারা প্রতি নিয়ত লুটে নিচ্ছে এই দেশটিকে। যারা দেশটিকে ব্লকে ব্লকে ভাগ করে ইতোমধ্যেই ইজারা নিয়েছে গোটা দেশের। অভিযোগ আছে তাদের প্রত্যেকেরই বিরুদ্ধে। কি হবে তাদের এ দেশীয় সহযোগীদের যাদের কালো টাকার পাহাড় রক্ষার্থে জোর কদমে বাজেট দিয়ে চলছেন আমাদের অর্থমন্ত্রী। কি ব্যবস্থা গৃহীত হবে যারা বিদেশে বিনিয়োগের নামে নিয়মিত অর্থ পাচার করে চলছে তাদের বিরুদ্ধে। যারা হাজার হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ কিংবা লন্ডন-নিউইয়র্কে বাড়ি-ঘর কেনার নামে প্রতিনিয়ত পাচার করে চলছে, তারা কি থাকবে অচিহ্নিত - আর কত কাল?

এটা এখন প্রায় বিশ্ব স্বীকৃত, সাংবাদিকতায় অন্যতম ঝুঁকিপূর্ণ দেশ এখন বাংলাদেশ। সেই ঝুঁকি মাথায় নিয়ে যারা অদম্য

উৎসাহে প্রতিদিন দেশের স্বার্থে কাজ করে যাচ্ছেন, তাদেরও প্রাপ্তি আছে। আর সেই প্রাপ্তি গণ মানুষের জেগে ওঠার মধ্যে আছে নিহিত। ধর্মের কল যেমন নড়ে উঠে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করে ঠিক তেমনিভাবে গণমানুষ জেগে উঠে নিজেদের দায়িত্ব, অধিকার ও কর্তব্য পালনে মৃত্যুকে যে ভয় করে না তার প্রমাণ এ মাটিতে বহুবার দিয়েছে এবং আগামীতে যে দিবে তাতে সন্দেহ নেই। ❑